উৎসবের আড়ালে বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাস শিক্ষকদের

এম এইচ রবিন
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১২:০০ এএম

প্রতিবছরের মতো আজও বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে শিক্ষক দিবস। প্রতিপাদ্য- ‘শিক্ষকতা পেশা : মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি।’ বাংলাদেশেও চলছে নানা আয়োজন, সম্মাননা ও শোভাযাত্রা। কিন্তু এই উৎসবের আলো যেন ঢেকে দিয়েছে এক দীর্ঘ অন্ধকার-বৈষম্য, অবহেলা আর বঞ্চনার। সরকারি শিক্ষকরা পান পূর্ণ বেতন, ইনক্রিমেন্ট, আবাসন ও পেনশন সুবিধা; অথচ একই যোগ্যতা ও দায়িত্ব পালন করেও বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা পাচ্ছেন তার অর্ধেক।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড- এই উচ্চারণ এখন কেবল বক্তৃতার মঞ্চে প্রতিধ্বনিত হয়, বাস্তব জীবনে এই মেরুদণ্ড আজ নত হয়ে আছে বৈষম্যের ভারে। লাখো শিক্ষক তাঁদের অধিকার, মর্যাদা আর ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য আজও লড়ছেন- নীরবে, প্রতিদিন।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জাতীয় পর্যায়ে দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ১২ জন গুণী শিক্ষককে দেওয়া হবে সম্মাননা। পাশাপাশি দেশজুড়ে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে উদযাপন হবে এই দিবস।

কিন্তু এই উৎসবের উজ্জ্বলতা ঢেকে রেখেছে এক গভীর বৈষম্যের অন্ধকার। বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষকরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পূর্ণ বেতন পান- ইনক্রিমেন্ট, চিকিৎসা, উৎসব, বৈশাখী- সব ভাতাই তাঁরা পান। অন্যদিকে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ভাগ্যে জোটে সরকারি শিক্ষকদের অর্ধেক বেতন।

রামপুরার একটি কলেজের শিক্ষক মো. শহিদুল্লাহ খান বলেন, ‘আমরা একই যোগ্যতায় পড়াই, একই বই পড়াই, একই ক্লাস নিই। অথচ মাস শেষে হাতে পাই সরকারি শিক্ষকের অর্ধেক বেতন। এটা কেমন বিচার?’

এই বৈষম্য শুধু অর্থের নয়- এটি জীবনের প্রতিটি পরতে ছড়িয়ে থাকা এক অসহায় সংগ্রামের প্রতীক। সংসারের খরচ, সন্তানের পড়াশোনা, নিজের চিকিৎসা- সবকিছুতেই তাঁদের টানাপড়েন।

সরকারি শিক্ষকরা পান আবাসন সুবিধা বা সরকারি কোয়ার্টার। অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য নেই কোনো ব্যবস্থা। রাজধানী বা বিভাগীয় শহরে তাঁদের আয়ের সিংহভাগই চলে যায় বাসা ভাড়ায়।

একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক নাজনীন আক্তার চোখের কোণে জল নিয়ে বলেন, ‘আমাদের বেতন এমনিতেই কম। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি চলে যায় বাড়ি ভাড়ায়। সন্তানদের ভালো খাবার দিতে পারি না, ভালো জামা কিনতে পারি না। অন্তত ৫০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতা দিলে একটু স্বস্তি পেতাম।’

জাতীয়করণপ্রত্যাশী এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের নেতা শাহজালাল শেখ বলেন, ‘শিক্ষক দিবস আসে যায়, কিন্তু আমাদের ভাগ্য বদলায় না। বছরের

পর বছর আমরা একই অবহেলা দেখি, একই বৈষম্যের যন্ত্রণা সহ্য করি। অবসর সুবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রকট। সরকারি শিক্ষকরা পেনশন ও গ্র্যাচুইটি পান স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কিন্তু এমপিওভুক্তদের জন্য রয়েছে আলাদা ‘অবসর ভাতা বোর্ড’ ও ‘কল্যাণ ট্রাস্ট’। তাঁরা চাকরিকালে বেতনের একটি অংশ জমা দেন, কিন্তু অবসরের পর সেই টাকা পেতে হয় বছরের পর বছর অপেক্ষা করে।

চাঁদপুরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মজিবর রহমান বলেন, ৩৫ বছর শিক্ষকতা করলাম, ২০২১ সালে অবসর নিয়েছি- এখনো টাকা পাইনি। বারবার অফিসে যাই, বলা হয় অর্থ নেই। জীবনের শেষ ভরসাটুকুও মেলে না।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘সরকারি নীতির দুর্বলতা ও শিক্ষা খাতে বাজেটের অপ্রতুল বরাদ্দই এই সমস্যার মূল। জিডিপির মাত্র দুই শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়- যেখানে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তা হওয়া উচিত ছয় শতাংশ।’

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রাজনীতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণে কিছু শিক্ষক পথভ্রষ্ট হলেও, সামগ্রিকভাবে শিক্ষক সমাজই জাতির পথপ্রদর্শক, সভ্যতার নির্মাতা। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তখনই সত্যিকার হবে, যখন তাঁরা মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পাবেন- বেতনে, আবাসনে, অবসরে।

শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের আহ্বায়ক ড. মাহবুব হোসেন বলেন, ‘দেশের অর্ধেকের বেশি শিক্ষক এমপিওভুক্ত। অথচ তাদের মৌলিক অধিকার- সমান বেতন, আবাসন ও অবসর সুবিধা- এখনও অধরাই রয়ে গেছে। এই অসন্তোষ পেশাগত উদ্যমকেই নিঃশেষ করছে।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অবশ্য দাবি করেছেন, সরকার ধাপে ধাপে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে এবং আগামী বছরের মধ্যেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। কিন্তু শাহজালাল শেখের মতে, ‘এই আশ্বাস তো আমরা এক দশক ধরেই শুনছি। বাস্তবে কিছুই বদলায়নি।’

শিক্ষক দিবস হোক কেবল ফুল-শোভাযাত্রার দিন নয়, বরং হোক শিক্ষকদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রতিজ্ঞার দিন। জাতির মেরুদণ্ড যেন আর না থাকে মর্যাদাহীন- বরং সোজা হয়ে দাঁড়াক নব আলোর দীপ্তিতে।

১৯৯৫ সাল থেকে এটি পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালন করা হয়। বিশ্বের ১০০টি দেশে এই দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এই দিবস পালনে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন মূল ভূমিকা রাখে। দিবসটি উপলক্ষে প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।